গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আবেদন

বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্‌র সাথে বাংলাদেশের জনগনের একই তারিখে/বারে রোযা শুরু, ঈদুলফিত্‌র, আরাফাহ দিবস, ঈদুলআযহা, আশুরা পালনের নির্দেশ প্রদান প্রসঙ্গ

সচেতন আলেম ও নাগরিক সমাজের পক্ষ হতে বিনীত নিবেদন

সচেতন আলেম সমাজ

৩/বি, কলাবাগান, উত্তর ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

ভূমিকা:

বিশ্বব্যাপী একই তারিখে ও বারে রোযা শুরু, ঈদুলফিত্‌র, আরাফাহ দিবস ও ঈদুলআযহা পালন বিষয়ে আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এবার বিশ্বের ১৯৩ দেশের মধ্যে ১৭৩ দেশে রোযা শুরু হয় ১৩ এপ্রিল ২০২১, আর মাত্র ২০ দেশে রোযা শুরু হয় ১৪ এপ্রিল। তবে এই ২০টির মধ্যে প্রায় সকল দেশেই দুই দিনে রোযা শুরু হয়। অন্যদিকে ৫৭টি **OIC** ভুক্ত মুসলিম দেশের ৫৩টি দেশ ১৩ এপ্রিল রোযা শুরু করে। লক্ষণীয় যে, বিশ্বের ১৭৪ দেশে ১৩ মে বৃহস্পতিবার ঈদুলফিত্‌র পালন করেছে যা মুসলিম জনগোষ্ঠির ৯০% এর বেশি। দুর্ভাগ্যজনক যে, **OIC** ভুক্ত মুসলিম দেশ হওয়া সত্বেও বাংলাদেশ বিশ্ব-মুসলিমের সাথে এবারেও রোযা শুরু ও ঈদুলফিত্‌র পালন করতে পারেনি।

বিশ্বব্যাপী একই তারিখে রোযা শুরু, ঈদুলফিত্‌র, আরাফাহ দিবস, ঈদুলআযহা পালনের বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্‌ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান এর আলোকে পর্যালোচনা

১) কুরআন মাজীদে আল্লাহতায়া'লার নির্দেশ :

কুরআন মাজীদে সূরা বাক্বরাহ্‌ ১৮৫ আয়াত অনুযায়ী রমযান মাস শুরুর সাক্ষ্য পাওয়ার ভিত্তিতে রোযা/সওম শুরু করা ফরয বা অত্যাবশ্যক। সুরা তাওবাহ্‌ ৩৬ আয়াতে বছরে ১২ মাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে ; আর সুরা বাক্বরাহ্‌ ১৮৯ আয়াত মোতাবেক ১২ টি নূতন চাঁদ/হেলাল ১২ টি চান্দ্রমাস শুরুর নির্দেশক।

২) রসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস অনুযায়ী :

তোমরা (বিশ্ব মুসলিম) নতুনচাঁদ দেখার ভিত্তিতে (সাক্ষ্য সাপেক্ষে) রোযা শুরু কর এবং চাঁদ দেখার (সাক্ষ্য সাপেক্ষে) ভিত্তিতে রোযা শেষ কর (সহিহ বুখারী-রোযা অধ্যায়)। অতএব নবচন্দ্র বা হেলাল দেখার ভিত্তিতে অর্থাৎ নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে রোযা শুরু, রোযা শেষ বা ঈদুলফিত্‌র, আরাফাত দিবস ও ঈদুলআযহা পালন করতে হবে।

৩) বিভিন্ন মাযহাব এবং ফকিহ্‌গণের ফতোয়া :

চার মাযহাবের সমন্বিত ফিক্‌হ গ্রন্থ আলফিক্‌হ আ'লা মাযহাবিল আরবায়া' (খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪৩), হানাফি মাযহাবের ফিক্‌হ গ্রন্থ ফাতহুল কাদির (খন্ড ২, পৃষ্ঠা৩১৮), ফতোয়ায়ে আলমগিরি (খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৮), ফতোয়ায়ে শামী, মালিকি মাযহাবের ফিক্‌হ গ্রন্থ আলমুগনি (খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২২), হাম্বলী মাযহাবের ফিক্‌হ গ্রন্থ 'শরহে মুনতাহা আলইরাদাহ (খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০৭), ফতোয়ায়ে ইবনু তাইমিয়া (খন্ড ২৫, পৃষ্ঠা ১০৭), ইবনে হাজার আসকালানী (র.)- ফাতহুলবারী ফি শারহিল বুখারী, (খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯৮), মাজমুউ ফতোয়ায়ে ইবনে বায (খন্ড ১৫, পৃষ্ঠা ৭৭) সহ অন্যান্য সকল ফিক্‌হ গ্রন্থে বর্ণিত সিদ্ধান্তঃ 'পৃথিবীর কোন এক দেশে/প্রান্তে নবচন্দ্র দেখা প্রমাণিত হলে সকল দেশের মুসলিমদের রোযা রাখা ফরয হবে; চাই সে দেশ কাছে হোক বা দূরে হোক। আর যে নুতন চাঁদ দেখেনি শরীয়তের দৃষ্টিতে সে তারই মত আমল করবে যে দেখেছে। নুতন চাঁদ উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়'।

৪) উপরে বর্ণিত ফতোয়াতে একমত পোষণকারী উপমহাদেশের উলামায়ে কেরাম এবং দেওবন্দ ও হাটহাজারী আলেমবৃন্দ :

ক) মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বেহেশতি জেওর- খন্ড ১১, পৃষ্ঠা ৫১০;
খ) মুফতি রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী (র.) ফাতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা ৪৩৭ ;
গ) আল্লামা হোসাইন আহমাদ মাদানী (র.) ফাতোয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ, খন্ড ১/৪২২, ৩/৪৯ ;
ঘ) মুফতি আবুল হাসান (র.) হাটহাজারী- তানজিমুল আশতাত, মিশকাত, খন্ড ১, পৃষ্ঠা-৪১ ;
ঙ) মাওলানা শাহ্‌সূফী নেসারউদ্দীন আহমাদ (র.) পীর শর্ষিণা- তরিকুল ইসলাম, সংস্করণ ১২ খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯১ ;
চ) শাইখুল হিন্দ আল্লামা মাহমুদুল হাসান (র.) সহিহ্‌ আল বুখারী হাশিয়া নং ১, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫৬।

৫) চান্দ্রমাস শুরু নির্ধারণে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার :

কুরআন ও হাদীসের বিধান অনুযায়ী, সূর্যের অবস্থান দেখার ভিত্তিতে সলাতের ওয়াক্ত, ইফতার ও সেহেরীর সময় নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক বিধায় আগের যুগে কাঠির ছায়া মেপে নামাজের ওয়াক্ত ঠিক করা হতো, পূব আকাশে সাদা-রেখা ও কাল-রেখা দেখে সোবহে-সাদেক নির্ধারণ করা হতো, চোখে দেখে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ঠিক করা হতো। বর্তমানে ঘড়ি ও সৌর ক্যালেন্ডার উদ্ভব হওয়ায়, আমাদের এখন আগের মত সময় নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয় না। কারণ আল্লাহতায়া'লা প্রদত্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান দ্বারা নিখুঁতভাবে স্থায়ী সৌর ক্যালেন্ডার তৈরী করা হয়েছে যা এখন সকলেই অনুসরণ করছে। অনুরূপভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় নবচন্দ্র উদয়ের ও দৃশ্যমান হওয়ার সময়/ক্ষণ এবং স্থান সূক্ষাতিসূক্ষ নির্ভুলতায় নির্ধারণ করে এখন নিখুঁত স্থায়ী চান্দ্র-পঞ্জিকা তৈরী করা হয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী সকলেই অনুসরণ করছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নূতন চাঁদ দেখা নিশ্চিত করা এবং প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে শরীয়ত সম্মত ভাবেই বিশ্বের সাথে একই তারিখে আমাদের রোযা, ঈদুলফিত্‌র, আরাফাত দিবস ও ঈদুলআযহা পালন করা আবশ্যক।

আমরা জানি, আমাদের পৃথিবী একটি, আমাদের চাঁদ একটি, মানবজাতি এক এবং বিশ্বনবী একজন। সমগ্র মানব জাতির জন্য একই চাঁদ। এক এক দেশের জন্য এক একটি নূতন চাঁদ হতে পারে না। আগে এক দেশে নূতন চাঁদ উদিত হলে অন্য দেশে সত্বর খবর পৌঁছানোর ব্যবস্থা ছিল না। এখন সেই ব্যবস্থা হয়েছে এবং মুহূর্তের মধ্যে খবর পৌঁছানো যায়। আগে দেশে দেশে নূতন চাঁদ (হেলাল) দেখার যে ওযর ছিল তা এখন নাই। যেহেতু নবচন্দ্র উদয় হলেই চান্দ্র মাস শুরু হয়ে যায়, তাই এখন আর সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা শুরু বা ঈদ পালনে কোন অসুবিধা নেই। আগে উম্মৎ ছিল ক্ষুদ্র, এখন উম্মৎ বহুগুণে বেড়ে গেছে এবং আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে খবর আদান প্রদান অতি সহজ ও তাৎক্ষণিক হয়ে গেছে, তাই চান্দ্রমাস গণনায় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নেয়া সময়ের দাবী।

৬) নবচন্দ্র বা হেলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা শুরু, ঈদ ও আরাফাত পালন বিষয়ে আরো কিছু তথ্য :

ক) রোযা হবে একই দিনে, যে দিন তোমরা (মুসলিম উম্মাহ্‌) সকলেই রোযা রাখবে। ঈদ হবে একই দিনে যেদিন তোমরা (মুসলিম উম্মাহ্‌) সকলেই ঈদ করবে। কুরবানী হবে একই দিনে যেদিন তোমরা (মুসলিম উম্মাহ্‌) সকলেই কুরবানী করবে। (তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, বায়হাকী)।

খ) রসুল (স.) ও তাঁহার সাহাবীগণ নবচন্দ্র না দেখেও দুর থেকে আগত লোকের নবচন্দ্র দেখার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা শুরু করেছেন। (সুত্রঃ তিরমিযি, আবু দাউদ)।

গ) রসুল (স.) ও তাঁহার সাহাবীগণ নবচন্দ্র না দেখেও দুর থেকে আগত লোকের নবচন্দ্র দেখার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা ভঙ্গ করে উপযুক্ত সময়ে ঈদের সলাত আদায় করেছেন। (সুত্রঃ আবু দাউদ, নাসাঈ)।

তাই আমরাও দূরদেশের কোন মুসলিমের নবচন্দ্র দেখার খবরের ভিত্তিতে রোযা শুরু এবং ঈদ পালন করতে পারি।

৭) কুরাইব (রহ.) এর সুত্রে বর্ণিত আছারটি হাদীস হিসাবে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কয়েকটি কারণ ঃ

ক) ইহা কোন 'মারফু' অর্থাৎ রসুল (স.) এর কওলি, ফে'লি বা তাকরিরী হাদীসের মধ্যে পড়ে না।

খ) ইহা একটি 'মাওকুফ' হাদীস যা রসুল (স.) পর্যন্ত পৌঁছায়নি বরং তাঁহার মৃত্যুর ৩০ বছর পরের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র।

গ) ইহা একটি মাওকুফ হাদীস/আছার যা একজন সাহাবীর ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত, এই আছারে 'রসূল (স.) এমনটাই বলেছেন' বলে উল্লেখ থাকলেও এর মূল বক্তব্যের উদ্ধৃতি না থাকার কারণে ইহা হাদীস হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

ঘ) ইহা একটি গারীব (শুধু একজন রাবী থেকে প্রাপ্ত) হাদীস বলে ইমাম তিরমিযি (রহ.) উল্লেখ করেছেন।

ঙ) ইহা একটি মুদতরাব হাদীস, কারণ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মতনে এসেছে যা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

চ) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়ার সাথে ইমাম মুসলিম (রহ.) ও এই হাদীসটি গ্রহনযোগ্য বলেননি।

ছ) চার মাযহাবের সম্মানিত ইমামগণ এটিকে হাদীস হিসেবে গ্রহন করেননি।

জ) বিশ্ব-বরেণ্য আলেমগণ এই হাদীস গ্রহণ করেননি।

ঝ) বর্তমানে সিরিয়া এবং মদীনাতেও এই আছারের আমল নেই।

অতএব শরীয়তের দৃষ্টিতে কুরাইব (রহ.) এর সুত্রে বর্ণিত আলোচনা-ভিত্তিক আছারটি আমলযোগ্য হতে পারে না।

৮) ১৯৮৬ সালে জর্ডানে অনুষ্ঠিত ও আই সি (OIC) এর শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত:

বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৫৭টি মুসলিম দেশের সংগঠন **O I C** এর ফিক্‌হ একাডেমী ১১- ১৬ অক্টোবর ১৯৮৬ সালে জর্ডানে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে **O I C** ফিক্‌হ কাউন্সিল, শতাধিক শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞের সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে :

ক) যদি কোন এক দেশে নবচন্দ্র উদয় প্রমাণিত হয়, তবে বিশ্বের সকল মুসলিমের জন্য উহা প্রযোজ্য হবে। নতুন চাঁদ উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। কারণ রোযা শুরু এবং শেষ করার বিধান বিশ্বজনীন।

খ) নবচন্দ্র দেখা বাধ্যতামূলক, তবে রসুল (স.) এর বাণী এবং বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে যে কেউ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব এবং পর্যবেক্ষণের সহায়তা নিতে পারেন।

৯) ২০১৭ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত :

২০১৭ সালের ১৯ জানুয়ারী এবং ২ ফেব্রুয়ারী তারিখে হিজরি ক্যালেন্ডার বাস্তবায়ন পরিষদের সাথে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত দ্বিপাক্ষিক মতবিনিময় সভায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভা দু'টিতে সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ও তৎকালীন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডি.জি শামীম মুহাম্মদ আফজাল। সভায় নূতন-চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হলেও বিষয়টির উপর পরবর্তীতে আরও আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে সভা শেষ করা হয় ; কিন্তু অদ্যাবধি আর কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

উপসংহার :

ডিজিটাল বাংলাদেশে বিশ্বাসী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা রেখে চলেছে। সঙ্গত কারনে তাই বিশ্বের যে কোন স্থানে নূতন চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা শুরু, ঈদুলফিত্‌র ও ঈদুলআযহা পালন করা যায়, এই মর্মে সরকার সিদ্ধান্ত প্রদান করলে কারোর কোন আপত্তিই থাকবে না, বরং ইহা সর্বাধিক প্রশংসনীয় হবে। যেহেতু আমরা **O I C** ভুক্ত মুসলিম দেশ, মুসলিম বিশ্বের সাথে একাত্মতা বজায় রাখার জন্য সচেষ্টবান, সেহেতু কুরআন ও হাদীস মেনে একই তারিখে আরাফাহ্ দিবস এবং ঈদুল আযহা/কুরবানি উদ্‌যাপন করা দরকার। আর সে লক্ষ্যে এবারে বিশ্বব্যাপী আগামী ১৯ জুলাই ২০২১ তারিখে আরাফাত দিবস এবং ২০ জুলাই মঙ্গলবার ঈদুলআযহা পালিত হবে। বলাবাহুল্য যে আরাফাতের ময়দানে সকল দেশের হাজীগণের উপস্থিতি সরাসরি টিভিতে দেখা এবং তাদের সাথে মোবাইলে আলাপের পরও এক/দুই দিন বিলম্বে আরাফাত দিবস পালন কোনমতেই বাঞ্চনীয় নয়।

পরিশেষে আমাদের আকুল আবেদন এই যে, সদাশয় সরকার যেন এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যাতে দেশবাসী সকলেই বিশ্ব মুসলিমের সাথে এবারে একই তারিখে আরাফাত দিবস ও একই তারিখে ঈদুলআযহা পালন করতে পারে।

নিবেদক

শাহ্ সুফি আল্লামা রেজাউল করিম বাবলু
সংসদ সদস্য, বগুড়া-৭

মাওলানা ড. প্রফেসর সৈয়দ আবদুল্লাহ আল মা'রুফ
OIC স্থায়ী প্রতিনিধি বাংলাদেশ

মাওলানা মোঃ মাহমুদুল হক

মুফতি শায়েখ মুহাম্মদ ওসমান গণী

মুফতি যাকারিয়া আল মাদানী

আল্লামা ইলিয়াস হোসাইন, নীলফামারী

মুফতি সাইয়েদ আব্দুস সালাম, ঢাকা

মুফতি ড. মাহবুবুর রহমান

মাওলানা ড. প্রফেসর এনামুল হক মাদানী

মুফতি মু. আখতার ফারুক

মুফতি রফিকুল ইসলাম

মুফতি শায়েখ আরিফ হোসেন

মুফতি মাসুম বিল্লাহ নাফিয়ী

হাফেজ আল্লামা ইদ্রিস আলম আল কাদরী, চট্টগ্রাম

মাওলানা রবিউল আলম সিদ্দিকী, চট্টগ্রাম

আল্লামা প্রফেসর ড. এম শমশের আলী
প্রতিষ্ঠাতা ভিসি, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও সাউথ ইষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়,
সভাপতি, হিজরি ক্যালেন্ডার বাস্তবায়ন পরিষদ, বাংলাদেশ

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ এনামুল হক
প্রাক্তন সদস্য বাংলাদেশ টি এন্ড টি বোর্ড,
মহাসচিব, হিজরি ক্যালেন্ডার বাস্তবায়ন পরিষদ, বাংলাদেশ

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আযহার-উদ্-দীন

ইঞ্জিনিয়ার কাজী মোঃ রেজাউর রহমান

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মোশাররফ হোসেন

মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম

কর্ণেল (অবঃ) আমিনুল ইসলাম

মোঃ আবুদল ওয়াহেদ

ডা. কাজী মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

প্রফেসর ডা. জিয়াউল হক

ডা. মোঃ তোহর আলী

মোঃ আতিক উল্লাহ্ সিদ্দিক

প্রফেসর ডা. মুহাম্মদ মতিয়ার রহমান

এ কে এম কামারুজ্জামান